দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

তারিখ ... 5 FEB 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ......

সমস্যা শিক্ষার মাধ্যম নয়, আত্মঘাতি

আবুল বাশার

মধ্যযুগের একচারণ কবির একটা খেদোক্তি– যেজন বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সেজন কাহার জন্ম নির্ণয় ন'জানি ॥ অধ্যাপক আবদুল হালিমের লেখা মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি মাধ্যম ঃ একটি উত্তম সুযোগ শিরোনামে একটি নিবন্ধ ৩ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে সংবাদে উপসম্পাদকীয়তে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন গত তিরিশ বছর ধরে আমাদের দেশের কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ বাংলা শিক্ষাদানের নামে ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করে আসছেন। এর ফলে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে এবং প্রকৃত অর্থে শিক্ষা সঙ্কুচিত হয়েছে।... যেহেতু শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি নয় বাংলায় তাই শিক্ষার্থীরা বিনশ্রমে শিক্ষা লাভ এবং সার্টিফিকেট পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক অবক্ষয়ের সূচনা হয়েছে ইত্যাদি। তিনি এ বিষয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করে আরও বলতে চেয়েছেন–'ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা লাভই জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাধ্যম এবং জ্ঞানী বা সকল বিষয়ে সুপণ্ডিত হতে হলে তাকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে এবং ইংরেজি জানতে হলে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনার কোন বিকল্প নেই। উদাহরণ টানতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ৩০-৩৫ বছর আগেও ছাত্ররা এসএসসি এর পর থেকেই ইংরেজির মাধ্যমে লেখাপড়া করত, ফলে প্রচুর সংখ্যক মেধাবী ছাত্রের সামনে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জ্ঞান লাভের পথ খোলা থাকত; কিন্তু ইংরেজি মাধ্যম বিলোপ করায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ধস নেমেছে। এখানে লক্ষণীয় ৩০-৩৫ বছর আগে যখন ইংরেজি মাধ্যম চালু ছিল তখনও কিন্তু শুধুমাত্র মেধাবী ছাত্রদের সামনে আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা লাভের সুযোগ খোলা থাকত। সকল ছাত্রের জন্য নয়। ইংরেজি মাধ্যমই যদি জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাধ্যম হয় তবে সে সময় অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীই এক একজন বিদ্যার্থী হয়ে বেরিয়ে আসত। তা না হয়ে শুধুমাত্র ১০/১৫ শতাংশ মেধাবী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হতে সক্ষম হতো। বাদ বাকি অকালে ঝরে পড়তো। সে সময়ের ডিগ্রি পাশ ছাত্রছাত্রীর ক'জন ইংরেজি বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিল সে প্রশ্নও উত্থাপন করা যেতে পারে। যারা ইংরেজি বিষয়ে সুপণ্ডিত হতেন তাদের আলাদাভাবে ইংরেজি বিষয় নিয়ে পড়াশুনা করতে হতো। যে নিয়ম বাংলা মাধ্যমের যুগেও চালু আছে। বর্তমানে প্রচলিত বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা মেধাবী ছাত্রছাত্রী বা ইংরেজি শিখতে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীরাও ইংরেজি শিখে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দেশে যেসব ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু আছে সেখানে অধ্যয়নরত সকল ছাত্রছাত্রীই কি জ্ঞানের পাহাড় মাথায় নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্র ত্যাগ করছে? তাদের মধ্যে অর্থ এবং নৈতিক-অনৈতিক সুযোগ ও সহায়তা ছাড়া সাধারণ মানের কত শতাংশ ছাত্রছাত্রী সত্যিকার অর্থে জ্ঞানার্জনে সক্ষম হচ্ছে তাও হিসাবের মধ্যে নিতে হবে। অভিভাবকদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়ালেখা করানোর 'ইগো'তে পড়ে কত শত কোমলমতি ছাত্রছাত্রী প্রতিনিয়ত 'আত্মাহুতি' দিয়ে চলেছে সে হিসাব কে রাখে!!

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবার বলেছেন, 'ইংরেজি শিক্ষাবিরোধী বুদ্ধিজীবীরা ছাড়াও বস্তুবাদী অনেকে ... বলে থাকেন স্কুল ও কলেজ মিলিয়ে বার বছর ইংরেজি শেখার চেষ্টা করেও ছাত্ররা যদি ইংরেজি শিখতে না পারে তাহলে এ ব্যর্থ চেষ্টার পেছনে সময় ও অর্থ অপচয় করে লাভ কি? এটা একটা সঙ্গত যুক্তি।' এ যুক্তি মেনে নিলে তা লেখকের স্ববিরোধিতা হলো নাকি? যারা শিখবে না বা শিখার মতো মেধা নেই তাদের ওপর কোন মাধ্যম প্রয়োগ করেও শিখান যাবে না। তিনি আরও বলেছেন— আমাদের বোঝা দরকার ইংরেজি বাদ দিয়ে লেখা-পড়া শিখা অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষা লাভ করা এখন পর্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার।' এ কথাটা অবশ্যই ঠিক; কিন্তু ইংরেজি বাদ দেওয়ার কথা উঠছে কেন? দেশে বাংলা মাধ্যম চালু করার পর স্কুল-কলেজের কোন ক্ষেত্রে কি ইংরেজি বিষয়ে লেখাপড়া করা কখনও বাধ্যতামূলকভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে? তিনি বলেছেন, 'উচ্চ মাধ্যমিক বা আরও উচ্চতর পর্যায়ে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করার পরও দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজি পরীক্ষাতেই ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ অকৃতকার্য হয়। তাহলে বলতে হবে–আমাদের ইংরেজি শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে কোন ত্রুটি রয়েছে।' এখানেই তিনি আসল কথাটি বলেছেন, ইংরেজিতে প্রকৃত কার্য বা ইংরেজি না শিখতে পারার মূলে রয়েছে–ইংরেজি শিক্ষাদানে ত্রুটি, বাংলা বা ইংরেজি মাধ্যম নয়। এ প্রসঙ্গে লেখক একটি হাস্যকর উক্তি করেছেন– 'যদি বাংলা মাধ্যমেই সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় তাহলে ইংরেজিতে ফেল করার জন্য তার অন্য সকল বিদ্যাকে নাকচ করা হয় কেন?' শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কি ভুলে গেছেন–শুধু ইংরেজিতে নয়– অন্য যেকোন বিষয়ে ফেল করলেও ইংরেজি বিদ্যাকেও নাকচ করা হয়। এটা ছাত্রছাত্রীদের মেধা মূল্যায়নের একটি পদ্ধতি মাত্র।

'লেখকের মতে ব্রিটিশ আমলে ইংরেজি শিখতে পারাটাকে 'জ্ঞান লাভের পরাকাষ্ঠা বলে মনে করা হতো। ....ইংরেজির প্রতি এ শ্রদ্ধাশীল মনোভাব এখনও আছে। অমুক লোক ইংরেজি জানেন এই প্রশংসা বাক্য উচ্চারণ করার অর্থই হলো ওই ব্যক্তি জ্ঞানশ্রেষ্ঠ'। এহেন উক্তি বালখিল্য তারই নামান্তর। ইংরেজি জানলেই তিনি জ্ঞানশ্রেষ্ঠ হবেন–এমন যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। তার অভিযোগ অনুসারে মাতৃভাষা ... জ্ঞান লাভই উত্তম, ইংরেজি বাতিল করা, এমনি ও ... দাবি কোন শিক্ষক-শিক্ষাবিদ কখ... করেছিলেন–এমন নজির অন্তত এ দেশে নেই, ... দাবিকে লেখকের মিথ্যাচারিতা বলে গণ্য করা ... পারে। পক্ষান্তরে মাতৃভাষাকে বাতিল করে সক... ইংরেজি মাধ্যম প্রচলন করার দাবি কোনভাবে ... মস্তিষ্কজাত বলে মেনে নেয়া যেতে পারে না।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রসঙ্গে যে উদাহরণ ... হয়েছে তাও কিছুটা যুক্তিহীন ও স্ববিরোধীতায় ... বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজি ভাষা ... ইংরেজিতে গীতাঞ্জলি রচনা করে নোবেল ... পাননি। বাংলাতেই মূল গীতাঞ্জলি রচিত হ... তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন মাত্র। ... কাল যারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সক... ইংরেজিতে সুপণ্ডিত ছিলেন? তিনি পরামর্শ দি... 'এমনভাবে ইংরেজি শেখানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন ... হবে যে ছাত্ররা যেন এ পরিমাণ জ্ঞান অর্জন ... পারে যে তাদের পক্ষে নিজ নিজ বিষয়ে বই ... বোঝা সম্ভব।' এখানেই তো ল্যাঠা চুকে গেল ... আর ইংরেজি মাধ্যম নিয়ে এতো টানাটা... উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখালেই তো ... ইংরেজিতে সুপণ্ডিত হবে, হবে জ্ঞানশ্রেষ্ঠ।

নিবন্ধকার আরও দাবি করেছেন, 'ছা... বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর (Post gradu... Post doctorat পর্যায়ের গবেষণায় যা... নিজেদের গবেষণার ফল এবং থিসিস রচনা ... করতে পারে তার জন্য বাংলা মিশ্রিত ইংরে... করতে হবে এবং এটা কোন নজিরবিহীন ... জার্মানির বাইরে এমন নিগ্র বা নিম্নমানের ... ভাষা, ল্যাটিন আমেরিকায় নিম্নমানের ... পর্তুগিজ, স্পেনীয় ইংরেজি প্রভৃতির প্রচল... প্রতিষ্ঠিত এবং সমৃদ্ধ বাংলা ভাষাকে ... মাধ্যমিক পর্যায় থেকে ইংরেজি মাধ্যমে ... করে বাংলায় থিসিস লেখা জ্ঞানের অ... করতেই কি কথিত নিম্নমানের ভাষা আবি... অপপ্রয়াস। অতীতে আরবী হরফে ব... প্রবর্তনের হীন দাবি নিয়ে এদেশেরই কিছু ...

> সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর থেকে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রবর্তন শিক্ষা সঙ্কোচনের নামান্তর যা বাঙালির ঐতিহ... কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার নীল নকসা হিসেবে বিবেচনার দ... রাখে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইংরেজি শিখার গুরুত্ব অনস্বীকার্য; কিন্তু ইংরেজি বিদ্যা কেবলমাত্র ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করেই অর্জন করা সম্ভব অন্যথায় নয় এমনটা ভাবা বাতুলতা মাত্র। মাতৃভাষার দক্ষতা অর্জন ব্যতিরেকে বিদেশী ভা... দক্ষতা অর্জন কেমন সম্ভব! সুতরাং প্রচলিত বাংলা মাধ্যমের সা... সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব বাড়ান অপরিহার্য।

অভিযোগ আনা হয়। উক্ত ... অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দীর্ঘদি... অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে ... গেছে সভায় অধ্যক্ষ উপস্থি... কেরাণিক পলাতক রয়েছে।

এছাড়া অনুরূপভাবে উ... অভিযোগে কক্সবাজার সর... এক অধ্যাপককেও বোর্ড ক... করেছেন বলে জানা গে... কলেজের অধ্যক্ষের জারি... লিখিত চিঠিতে কক্সবা... কলেজের অধ্যাপকের বি... অভিযোগের ব্যাপারটিও ... রয়েছে।

...পরোয়ানা জারি হই...
...ক্রম গ্রহণ করা হই...
...ইব্যুনালে বিচারার্থে...
...য়াছে। সেহেতু অত্র...
...পার্শ্বে লিখিত মা...

...র নং ও ধারা
...কেস নং-৬৬/২০০...
...পা নং-১(৭)২০০০,...
...আদি আইনের ৩/৪ ধ...